থিয়েটারের টিকিট

(গল্পগ্রন্থ – নবাগত)

সকালে উঠেই আভা স্বামীকে বল্লে—ওগো, শীগ্‌গির করে বাজারটা করে এনে দাও— সকালসকাল রান্নাবাড়া করে আবার তৈরি হতে হবে তো? যা বেলা ছোট।

অবিনাশ বল্লে—কি কি আনতে হবে, একটা ফর্দ করে রাখো। আমি কলঘর থেকে চটকরে আসি—আর একটু পরে কলঘর খালি পাওয়া যাবে না।

—এখনই যায় কিনা দেখ—একটা কল, আর এই সাতঘর ভাড়াটে, এখন দোতলার বুধুর মা জল নিতে এসেচে, এই তো দেখে এলুম।

—না, বাড়িটা বদলাব এই সামনের মাসেই, এরকম কষ্ট আর পোষায় না। দেখে এসো বুধুর মা আছে না গেল—সকালে উঠে একটু চান করবার জো নেই!

আভা খুকিকে কাল রাত্তিরের বাসি রুটি ও একটু গুড় একখানা কলাইকরা রেকাবিতে বার করে দিয়ে চঞ্চল পদে নৃত্যের লঘুচটুল ভঙ্গিতে কলঘরের দিকে গেল এবং তখুনি ফিরে এসেবল্লে—শীগ্‌গির যাও—এখুনি আবার বুড়ো নিবারণবাবু নাইতে আসবে— খালি আছে—

তারপর সে বাজারের ফর্দ করতে বসল : —

আলু-একপো

বেগুন—একপো

রাঙা শাক-আধপয়সা

কাঁচকলা—একপয়সা

নুন—একপয়সা

পান—দু'পয়সা।

অবিনাশ কলঘর থেকে ফিরে এসে বল্লে—পান দু'পয়সা?

আভা ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—তা হবে না? ওবেলা এককৌটো পান সেজে সঙ্গে করে নিতেহবে না?...রাস্তায় যেখানে সেখানে পান কিনতে আমি তোমায় দেব না বাপু।

অবিনাশ বাজারে চলে যাওয়ার পর আভা উনুনে কয়লা দিয়ে কলঘরের দিকে গেল নাইতে।

তবু আজ রবিবার তাই অনেকটা রক্ষে...সময় তাও খুব বেশি কোথায়? খেতে খেতেই তো আজ বেলা বারোটা বেজে যাবে এখন...তারপর সাজগোজ...তৈরি হওয়া...একটার তাপ পড়লে দুটো বাজতে আর কত দেরি থাকে?-খুকি, ও খুকি শোন, তুই আর আমি একজায়গায় বসব, কেমন তো? ওমা মুখে সিঁদুর মেখে ভূত হলি যে! তুই ঠিক যেন একটা—হি-হি-হি

খুকির হাত থেকে সিঁদুরকৌটো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে কড়ি থেকে দোদুল্যমান দড়িরশিকেতে তুলে রেখে আভা হাত উঁচু করে ওপরদিকে হাস্যোচ্ছল মুখখানা তুলে বল্লে উড়েগেল—হুস্—যাঃ—

খুকির আসন্নপ্রায় কান্না অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে পরিবর্তিত হওয়াতে সে অবাক চোখে মায়েরহস্তের ইঙ্গিতে প্রদর্শিত ঘরের কড়িকাঠের শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল।

আভা বল্লে—আবার আমরা এক জায়গায় যাচ্ছি যেখুকু, কত কি দেখচি, তুই খাবারখাচ্ছিস। ছবি, বাজনা কত কি হচ্চে—গাড়ি চড়ব তুই আর আমি—বুঝলি খুকি, বুঝলি?

অবিনাশ বাজার করে এনে ছোট্ট পায়রার খোপের মতো রান্নাঘরটার সামনে নামাল।আভা গামছা খুলে বল্লে—মাছ আনোনি?

—তেমন মাছ পেলাম না, আবার ওবেলাকার ধরো রিক্‌শাভাড়া রয়েছে— কতকগুলো পয়সা—

—থাক গে তবে। তুমি তাহলে কবিরাজের বাড়ি থেকে চট করে সেরে এসো—বেশিদেরি হয় না যেন। খেতে দেতে ওদিকে আবার—

—যথেষ্ট সময় থাকবে, ভাবনা কি? এই তোঅ্যালবার্ট হল, কতটুকুই বা রাস্তা? ধরোকুড়ি মিনিট রিক্শাতে—গোলদীঘি দেখনি? সেই সেবার কালীঘাট থেকে আসতে দেখলাম, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর, কত লোক বেড়াচ্চে, মনে নেই? ওরই কাছে।

অবিনাশ চলে গেল।

আভা ছুটোছুটি করে রান্না চড়িয়ে দিলে। মনে আজ তার ভারি আনন্দ। কতদিন সেকোথাও বেড়ায়নি, সেই পৌষমাসে কালীঘাট গিয়েছিল, আর এটা আশ্বিন মাসেরপ্রথম।...কোনো কিছু দেখা বা কোথাও যাওয়া তো ঘটেই ওঠে না। লোকে বলে কলকাতা শহরেকত দেখবার জিনিস, কি-ই বা দেখলো সে কলকাতায় এসে? এসেচে তো আজ দু'বছরের ওপর হল।

আর কি করেই বা হবে? খুকির বাবা একটা কাগজের দোকানে কাজ করে, মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। ওর মধ্যে দুধ, ওর মধ্যে ঘরভাড়া, ওর মধ্যে কাপড়চোপড়। মাসের শেষেএক-একদিন বাজার হয় না, তা বেড়ানো আর থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা! মুদী ধারে চালডালদেয়, তাই রক্ষে!

ধার চারিদিকে। কয়লাওয়ালা, কেরোসিন তেলওয়ালা, ধোপা, মুদী, বাড়িভাড়া। তবুওতো ঠিকে ঝি-টাকে ওমাস থেকে জবাব দেওয়া হয়েছে, আভা নিজেই সব কাজ করে। খুকি এখন বড় হয়েছে, মাসে দেড়টাকা ঝিয়ের পেছনে দেওয়ার চেয়ে ওই দেড় টাকায় খুকির আরখুকির বাপের বিকেলের জলখাবারটা তো হয়ে যায়?

পরশু অবিনাশ এসে একখানা রাঙা কার্ড আভার হাতে দিয়ে বলেছিল, টিকিটখানা ভালকরে রেখে দাও তো আভা!

আভা বল্লে—এ কিসের টিকিট গো?

—ও আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব কিনা রবিবার, অ্যালবার্ট হল ভাড়া নিয়েছে। তাই একখানা টিকিট দিয়েছে।

—কি হবে সেখানে ?

—কনসার্ট হবে, গান হবে। তার পরে খাওয়াদাওয়া আছে।

—আমার জন্য একখানা টিকিট আনলে না কেন? আর দেয় না? বেশ গান শুনতুম, দেখতুম কি হয়। কতকাল তো কোথাও বেরুইনি। দেখো না যদি পাওয়া যায়—

তাই অবিনাশ কাল শনিবারে আর একখানা রাঙা টিকিট এনেছে।

খাওয়া দাওয়া সারাসোরা হয়ে গেলে আভা আর একটুও বসেনি। এক বালতি জলওবেলা অতিকষ্টে মারামারি করে কলঘর থেকে সংগ্রহ করেছিল—নইলে বেলা দুটোর সময় গা ধোয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে? সাত ঘর ভাড়াটের সঙ্গে একত্রে বাস, ন্যায্য নাইবার জলতাই মেলে না—তা আবার অসময়ে শখের গা-ধোওয়া! কি কষ্ট যে জলের এ বাসাতে!

আভা আগে আগে অবাক হয়ে যেতো জলের কষ্ট দেখে। নদীর ধারের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, মাপজোখ করে জল ব্যবহার করবার কল্পনা সে করতে পারতো না। এখন অবিশ্যি সব সয়ে গেছে।

সাবান মেখে, গা ধুয়ে, সাজগোজ করতে বেলা আড়াইটা বেজে গেল। রিক্শা ডাকতেআর একটু দেরি হল। ওরা যখন বাসা থেকে বেরুল, তখন পৌনে তিনটে।

আভা অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে কতক্ষণে সেই রেলিং-দেওয়া পুকুরটা দেখা যাবে—যার ধারে—ওই যে কি নাম জায়গাটার?

অ্যালবার্ট হল? খুব বড় বাড়ি? ক'তলা? তোমাদের ক'তলায় সভা হবে?

কিন্তু সকলের চেয়ে আকর্ষণের বিষয়—কাগজের দোকানের লোকেরা মিলে এখানে আজ থিয়েটার করবে। থিয়েটার কি জিনিস, আভা কখনো দেখেনি।

ওদের রিক্‌শা যখন সংস্কৃত কলেজের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, তখন দূরাগত সমুদ্রকল্লোলের মতো একটা শব্দ ওদের কর্ণগোচর হল। অবিনাশ ঘাড় উঁচু করে যা চেয়ে দেখলে, তাতে তার তো চক্ষু স্থির।

প্রথমটা ওর মনে হল অ্যালবার্ট হলে ঢোকবার দরজার সামনে রাস্তার ওপর একটা বুঝিদাঙ্গা চলছে।

প্রায় শ' দুই আড়াই লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে একযোগে চিৎকার, ঠেলাঠেলিকরচে—অ্যালবার্ট হলের কলেজ স্ট্রীটের দিকের সিড়ির মুখ থেকে জনতা শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

অবিনাশ বল্লে—এঃ, বড় ভিড় জমে গেছে দেখছি!

ভিড় ঠেলে রিক্‌শা থেকে নেমে ওরা কোনো রকমে দরজা পর্যন্ত গেল বটে, কিন্তু আরএগোনো অসম্ভব। সিঁড়িটা লোকে লোকারণ্য। একটা দলের সঙ্গে ওরা ওপরে খানিকদূর উঠতেগেল ব্যস্তসমস্ত হয়ে—আভা ভাবলে না জানি কি অদ্ভুত ব্যাপার চলচে ওপরে, যা দেখবারজন্যে এত ভিড়—কিন্তু দু-চার সিঁড়ির ধাপ উঠতে না উঠতে ওপর থেকে আর এক দলের ধাক্কাখেয়ে আভা ছিটকে এসে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ওদের চারিপাশে ভিড় জমে গেল। আভারকপালে বেশ লেগেচে দেওয়ালে ঠুকে গিয়ে, ফুলে উঠেচে এরই মধ্যে। সবাই বল্লে—আহা, কোথায় লাগল! জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে আভা জড়সড় হয়ে গেল। একজন ঘর্মাক্তকলেবর ভলান্টিয়ার এসে অবিনাশকে বল্লে—আহা-হা, কোথায় লেগেছে!... আপনি এইভিড়ে মেয়েদের এনেচেন? ভাল করেননি। আচ্ছা, আপনি ওঁকে নিয়ে বাইরে দাঁড়ান। দেখিআমি।

সত্যই দেখা গেল জনতার মধ্যে আর কোনো মেয়ে নেই—মেয়ের মধ্যে একা আভা আরতার আড়াই বছরের খুকি...

অবিনাশ আভাকে ভিড়ের মধ্য থেকে বার করে এনে খানিকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে রাখলে। ঝাড়া কুড়ি মিনিট কেটে গেল, কারো দেখা নেই। ওপরতলার খোলা জানালা দিয়ে নিচে বাজার শব্দ যেন কানে আসছে। আভা অধীরভাবে বল্লে—কই, কেউ তো এল না? ওপরে যাবে না?...এইবার চলো দিকি সিঁড়ির ধারে?

অবিনাশ আর একবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে ভলান্টিয়ারেরা কাউকে ওপরে যেতেদিচ্ছে না। একজন বল্লে—মশাই, ওপরে মেয়েদের নিয়ে যেতে আপনাকে পরামর্শ দিইনে।মারামারি হচ্চে সেখানে। আর একটি মেয়েও নেই—কোথায় মেয়েদের নিয়ে যাবেন সেখানে?

আভা লজ্জায় মরে গেল।

ফিরবার পথে, রিক্‌শায় উঠে তখন উত্তেজনা ও আগ্রহ কমে গিয়ে আভার ওপরঅবিনাশের করুণা হল। অতগুলো পুরুষের ভিড়ের মধ্যে সেজেগুজে সে থিয়েটার দেখতেএসেচে আশা করে, জানেও না আজকের আসাটা কতটা অশোভন দেখাল। কি ভাবলে সবাই...।ও দুঃখিত হয়েচে থিয়েটার দেখতে না পেয়ে। স্ত্রীকে বল্লে—খুব লেগেচে নাকি কপালে? দেখি ? দেখাও হল না, কিছুই না—যাতায়াতে রিক্‌শা ভাড়া ছ'আনা পয়সাই দণ্ড মিছিমিছি!

আভা কিন্তু ভাবছিল তার আঁচলে-বাঁধা রাঙা টিকিট দু'খানার কথা। কাল খুকির বাবা তাকেই রাখতে দিয়েছিল, আজ সে হুঁশিয়ার হয়ে আঁচলে বেঁধে এনেছিল টিকিট দু'খানা। কতকষ্টে যোগাড় করা, কোনো কাজেই এল না, মিছামিছি গেল!